Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাহেরা আক্তার

রোলঃ 228020080

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ছাহেরা আক্তার

রোলঃ 228020080

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ছাহেরা আক্তার, আইডিঃ 228020080 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ছাহেরা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ছাহেরা আক্তার

আইডিঃ 228020080

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ভূমিকা 5
২.হিন্দুত্ববাদ কী..7
৩.হিন্দুত্ববাদের মূল উদ্দেশ্য 8
৪.ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের উদ্ভব...9
৫.মুসলিম প্রধাণ দেশ হয়েও বাংলাদেশ হিন্দুত্ববাদের সূচনা হলো যেভাবে 9
৬.হিন্দুত্ববাদী কতিপয় সংগঠন ও তাদের কার্যক্রম...10
৭. বাংলাদেশে ইসকনের তৎপরতা এবং প্রভাব 11
৮.হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ/ প্রিয়া সাহা 18
৯. প্রশাসনে হিন্দুদের দৌরাত্ম...20
১০.সম্প্রীতি বাংলাদেশ শিরোনামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র...........................21
১১.সংখ্যালঘুর তকমা লাগিয়ে মায়াকান্না ও ফায়দা হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা।.................22
১২. অরাজক পরিস্থিতি তৈরির মূল হোতা 23
১৩.অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের এজেন্ডা..23
১৪.বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের স্বরুপ 24
১৫. হিন্দুত্ববাদের কবর রচনয়া আমাদের করণীয়..26
১৫.উপসংহার...29
১৬. তথ্যসূত্র 29

১.ভূমিকা

إِنَّ الْـحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

- **বাংলা অনুবাদ:**
  নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সাহায্য চাই, এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের মন্দ এবং আমাদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সৎপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

“তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে...”[সুরা মায়েদা, ৮২]

বহুবার উম্মাহর সামনে মহান আল্লাহ্‌ তা’আলার এ পবিত্র আয়াতের সুগভীর বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে, এবং বহুবার উম্মাহ তা বিস্মৃত হয়েছে। বর্তমানে এ ভূখণ্ডে এবং সমগ্র উপমহাদেশে এ আয়াতে বর্ণিত সত্যের বাস্তব চিত্র আমরা আবারো দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আদর্শ ও আন্দোলনের প্রকাশ্য উত্থান ঘটছে, এবং এ কাজ এরই মধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হয়তো অতি শীঘ্রই এই উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে এ ভূখন্ডে আবির্ভূত হবে।

- বাংলাদেশকে ঘিরে উপমহাদেশের হিন্দুদের ষড়যন্ত্র আজকের না।দীর্ঘ সময় ধরেই তা চলছে। এ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ পর্যায়ও চলছে প্রায় এক যুগ ধরে। হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর গত ১৫ বছর ধরে প্রায়

নির্বিঘ্নে হিন্দুরা তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেছে। এ সময়ে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে। বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী সব জায়গাতে ভারতের অনুগত নামধারী মুসলিমদের পাশাপাশি বসানো হয়েছে অনেক হিন্দুকেও। হিন্দুদের গণহারে সরকারী চাকরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে যত্রতত্র পূজা করার সুযোগ, হিন্দুদের পূজা মন্ডপ প্রতি ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, পূজা উপলক্ষে মুসলিমদের কাছ থেকে নেয়া ট্যাক্স থেকে দেয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বরস্বতি পূজা ও হোলি পূজা উদযাপন শুরু হয়েছে, স্কুল-কলেজে হিন্দু কবি সাহিত্যকদের সাম্প্রদায়িক লেখনী পড়ানো হচ্ছে, সম্পত্তি প্রত্যাপর্নের নামে মুসলমানের সম্পত্তি তুলে দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের হাতে। প্রশাসন হাত ছাড়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। সেই সাথে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি, ট্রানজিট ইত্যাদির মাধ্যমে পাকাপোক্ত করা হয়েছে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ। দেশের মিডিয়াগুলো প্রায় একচেটিয়াভাবে ভারতের দালালি করে গিয়েছিল ঐ সময়।এর মধ্যে কিছু কিছু মিডিয়া, যারা আমেরিকার দালালি করতে চায়, তাদেরও কাজ করতে হয় ভারতীয় প্রভুদের খুশি রেখে। দেশের পুঁজি বাজার, পণ্য বাজার এবং অর্থনীতিও চলে গেছে ভারতীয় চক্রের হাতে।

মোটকথা বাংলাদেশকে নামেমাত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রেখে একে সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপনিবেশে পরিণত করার প্রক্রিয়া গত ১৫ বছর ধরে গুছিয়ে এনেছে ভারত। তবে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করার পর বাংলাদেশকে ঘিরে হিন্দু চক্রান্ত এখন প্রবেশ করেছে নতুন এক পর্যায়ে। দীর্ঘদিন ধরে শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতির পর হিন্দুরা সর্বসম্মুখে তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ করতে এখন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।

এই থিসিসের মাধ্যমে বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর আগ্রাসী কার্যক্রম এবং মুসলিম সমাজে এর প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করব।এর পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন রুখে দিতে আমাদের করণীয় ও তুলে ধরা হবে।

২.হিন্দুত্ববাদ কী

হিন্দুত্ববাদের শাব্দিক অর্থ হতে পারে, সিন্ধু নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা মতবাদ। আসলে এমন কোনো মতবাদ নেই। মুশরিকরা চালাকি করে তাদের নিজেদের ধর্মকে এখানের ভূমির সাথে কানেক্ট করেছে যাতে করে মনে করা হয় তারাই এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তারা তাদের ধর্মকে সনাতন ধর্মও বলে প্রচার করে যাতে মনে করা হয় তারাই প্রাচীন ধর্মের অনুসারী। অথচ প্রাচীণ এবং গোড়ার ধর্ম হলো ইসলাম, আর তা এসেছে আদি মানুষ আদম আ.-এর হাত ধরে।

বাংলায় মুশরিকদের যাত্রা শুরু হয়েছে আর্যদের হাতে। আর্যদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ থেকে যখন বিপুল নিম্নবর্ণের মুশরিক মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলো তখন হিন্দুত্ববাদের উত্থান হয়। এখানে জাত-পাতকে কিছুটা মিনিমাইজ করে মুশরিক জাতীয়তাবাদী ধারণা দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস ১৯২৩ সালে শুরু হয়, যখন ভিনায়ক দামোদর সাভারকর এটি প্রচলন করেন। সাভারকর হিন্দুত্ববাদকে একটি জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে বর্ণনা করে, যা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এবং সিখদের অন্তর্ভুক্ত করে। তবে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের বহিরাগত হিসেবে বাদ দেওয়া হয়।

হিন্দুত্ববাদ হলো একটি রাজনৈতিক আদর্শবাদ যা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে প্রচার করে এবং ভারতকে একটি হিন্দু-প্রভাবিত রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে চায়। এটি আরএসএস (১৯২৫ সালে গঠিত) এবং পরবর্তীতে বিজেপির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। হিন্দুত্ববাদের আরো উত্থান হয় ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙচুর এবং ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির উত্থানের মাধ্যমে।:

৩.হিন্দুত্ববাদের মূল উদ্দেশ্য

1. **অখণ্ড ভারত (Akhand Bharat) গঠন:**
   - হিন্দুত্ববাদীরা বিশ্বাস করে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ এক সময় "ঐতিহাসিক হিন্দু সভ্যতার" অংশ ছিল। তাই তারা একটি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে চায়।
   - এটি কেবল ভৌগোলিক সম্প্রসারণ নয়, বরং এক ধরণের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও।
2. **ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা:**
   - হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তারা ভারতের সংবিধানে নির্ধারিত "ধর্মনিরপেক্ষতা" ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে।
   - তাদের মতে, ভারতের মূল পরিচয় হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মভিত্তিক হওয়া উচিত।
3. **"ঘর ওয়াপসি" বা ধর্মান্তরিতদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা:**
   - হিন্দু ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া লোকদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য এই আন্দোলন কাজ করে।
4. **সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু আধিপত্য প্রতিষ্ঠা:**
   - মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের 'বিদেশী' ধর্ম হিসেবে দেখিয়ে, তাদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা।

৪.ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের উদ্ভব

ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে ঘটে, যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। এই ধারার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি প্রদান করেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, যিনি ১৯২৩ সালে 'Hindutva: Who is a Hindu?' গ্রন্থে হিন্দুত্বকে কেবল ধর্মীয় নয়, বরং জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, যারা ভারতকে জন্মভূমি ও পবিত্রভূমি বলে মানে, তারাই প্রকৃত হিন্দু। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ১৯২৫ সালে কেশব বালীরাম হেডগেওয়ার প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS), যা হিন্দু জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ক্রমান্বয়ে এই মতবাদ রাজনৈতিক রূপ লাভ করে এবং ভারতীয় জনসংঘ ও পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) মতো দলগুলোর মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

৫.মুসলিম প্রধাণ দেশ হয়েও বাংলাদেশ হিন্দুত্ববাদের সূচনা হলো যেভাবে

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের (Hindutva) উদ্ভব একটি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায়। হিন্দুত্ববাদ মূলত একটি ভারতীয় মতবাদ, যার মূল ভিত্তি "হিন্দু জাতীয়তাবাদ"। এটি ভারতে ১৯২০-এর দশকে বিবেকানন্দ, সাভারকর এবং পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS) ও বিজেপির মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে।

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের সরাসরি প্রভাব বা "উদ্ভব" বলতে যদি বোঝানো হয় — কখন থেকে হিন্দুত্ববাদি চিন্তাধারা, রাজনীতি বা কার্যক্রম এখানে দেখা যেতে শুরু করে — তাহলে সেটা মূলত **১৯৯০-এর দশক** থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর কিছু প্রধান পটভূমি হলো:

১. ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ও প্রভাব (১৯৯০-এর দশক)

ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস (১৯৯২) এবং বিজেপির উত্থানের পরে বাংলাদেশে কিছু হিন্দুত্ববাদি রাজনীতি ও প্রপাগান্ডার প্রতিধ্বনি দেখা যায় — বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়ার মাধ্যমে।

২. বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির উদ্ভব

যখন ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কারণে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশেও ধর্মীয় মেরুকরণ তীব্র হয়। হিন্দু সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা, এবং তাদের একাংশের মাঝে ভারতমুখী হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বীজ রোপিত হতে থাকে।

৩. সংস্কৃতি ও মিডিয়ার প্রভাব

ভারতীয় টেলিভিশন, সিনেমা ও সামাজিক মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদের ন্যারেটিভ বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। কিছু গোষ্ঠীর মাঝে এক ধরনের সাংস্কৃতিক হিন্দুত্ববাদ — যেমন: রাম, হনুমান, গরু পূজা, বা 'ভারত মাতার' ধারণার প্রতি আকর্ষণ — তৈরি হতে দেখা যায়।

৪. বাংলাদেশে কিছু সংগঠনের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব

ভারতের VHP, RSS-এর মত সংগঠনের সাথে আদর্শগতভাবে সম্পৃক্ত কিছু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা সংগঠন বাংলাদেশেও কাজ করেছে বা করার চেষ্টা করেছে, তবে তারা উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি।

৬.হিন্দুত্ববাদী কতিপয় সংগঠন ও তাদের কার্যক্রম

কার্যক্রম:

ধর্মীয় মন্দির পুনর্দখল বা নির্মাণ আন্দোলন: যেমন অযোধ্যায় রাম মন্দির আন্দোলন।

ঘর ওয়াপসি: যারা ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফেরানোর প্রচেষ্টা।

লাভ জিহাদ বিরোধী প্রচার: মুসলিম পুরুষ ও হিন্দু নারীর বিবাহকে ষড়যন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রচার চালানো।

গোরক্ষা আন্দোলন: গরু রক্ষার নামে গো-মাংস পরিবহণ বা ভক্ষণকারী সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ। কার্যক্রম:

ধর্মীয় মন্দির পুনর্দখল বা নির্মাণ আন্দোলন: যেমন অযোধ্যায় রাম মন্দির আন্দোলন।

ঘর ওয়াপসি: যারা ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফেরানোর প্রচেষ্টা।

লাভ জিহাদ বিরোধী প্রচার: মুসলিম পুরুষ ও হিন্দু নারীর বিবাহকে ষড়যন্ত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রচার চালানো।

গোরক্ষা আন্দোলন: গরু রক্ষার নামে গো-মাংস পরিবহণ বা ভক্ষণকারী সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ।

https://al-itisam.com/article_details/3386

৭. বাংলাদেশে ইসকনের তৎপরতা এবং প্রভাব

ইসকন এর পরিচয়:

ISKON এর পূর্ণরূপ হলো— Internatinal Society For Krishna Consciousness। বাংলায় বলা হয়— আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চেতনা সংঘ। ইসকন সাধারণভাবে 'হরে কৃষ্ণ আন্দোলন' নামে পরিচিত। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে **১৯৬৬** সালের জুলাইয়ে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে অবস্থিত ইসকনের প্রধান কার্যালয় আজকের দিনে এর বিস্তৃত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কেন্দ্রস্থল, যেখানে প্রায় এক মিলিয়ন অনুসারীর একটি বৃহৎ সংগঠন গড়ে উঠেছে।[1]

ইসকনের কার্যক্রম:

ইসকন হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। এটি মূলত বৈষ্ণব ধর্মের একটি অংশ। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম যেমন সংকীর্তন, পূজা ও ধর্মীয় আলোচনা পরিচালিত হয়। ধ্যান ও বৈদিক শিক্ষার প্রচারেও গুরুত্ব দেয় সংগঠনটি। ইসকন প্রাথমিকভাবে ভক্তি যোগ প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ইসকন তার কার্য-পরিধিকে বিস্তৃত করেছে। ইসকনের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মন্দির নির্মাণ, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ, ধর্মীয় উপদেশ

প্রদান, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা প্রচার, ভক্তি কার্যক্রম, অভাবীদের বিনামূল্যে নিরামিষ খাবার বিতরণ, যোগব্যায়াম এবং জীবনযাত্রার ওপর শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ও দাতব্য সংস্থা পরিচালনা। ইসকনের মন্দিরগুলো এক ধরনের কমিউনিটি সেন্টার হিসেবেও কাজ করে। এছাড়াও, ইসকন বেশ কয়েকটি স্কুল, খামার ও আধ্যাত্মিক আশ্রম পরিচালনা করে, যা তাদের অনুসারীদের মধ্যে কৃষ্ণ চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক।

বাংলাদেশে ইসকনের অস্তিত্ব:

সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম শুরু হয়। সংগঠনটির প্রথম কেন্দ্রগুলোর অন্যতম হচ্ছে রাজধানী ঢাকার স্বামীবাগ মন্দির। ইসকনের বাংলাদেশ শাখা তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন- ধর্মপ্রচার, মন্দির পরিচালনা এবং বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন। ইসকন এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত একটি সংগঠন। বাংলাদেশে সংগঠনটি ব্যাপকভাবে সক্রিয়।[2]

ইসকন নিয়ে যত বিতর্ক:

ইসকন একটি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম চালালেও সংগঠনটির বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। বিভিন্ন সময়ে নানা কাজের মাধ্যমে অসংখ্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ইসকন। তার বিরুদ্ধে মোটাদাগে যেসব অভিযোগ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো— হিন্দু ধর্মের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া, হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থের মনগড়া অনুবাদ করা, ব্রেনওয়াশিং বা মানসিক প্রভাব তৈরি করার অভিযোগ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, শিশু বলাৎকার, জোরপূর্বক মন্দির দখল, নিরামিষ ভোজনে বাধ্যকরণ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নকরণ, জঙ্গি প্রশিক্ষণ, অস্ত্র প্রশিক্ষণ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা, উগ্র হিন্দুত্ববাদের চর্চা, সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দেওয়া, উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো, বিরুদ্ধবাদী বা সমালোচকদের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন, দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ববিরোধী ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। এসব অভিযোগ সংগঠনটির বিরুদ্ধে একটি জটিল এবং প্রায়শই বিতর্কিত জনমত তৈরি করছে। যদিও এসব অভিযোগ ইসকন বরাবরই অস্বীকার করে চলছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসকনের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা:

ইসকন একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন হলেও বর্তমানে তা উগ্রবাদী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। তারা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ করছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ইসকন ভারতীয় হাইকমিশন থেকে আর্থিক সহায়তা পায়, যা দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। সমালোচকদের মতে, ইসকন বাংলাদেশবিরোধী ভারতীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বায়বীয়, বানোয়াট, কাল্পনিক ও অলিক চিত্র তুলে ধরছে। উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা, ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে দেশটির উপর চাপ সৃষ্টি করা, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে নেতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করা, বাংলাদেশের বাণিজ্য, পর্যটন, কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করা, বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোকে অস্থিতিশীল করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি করা, সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমালোচকদের প্রতিটি অভিযোগই প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।
ইসকন এবং মতলববাজ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র এবং স্পর্ধা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য নিচের ঘটনাগুলোই যথেষ্ট—

(১) প্রিয়া সাহার দেশবিরোধী অপপ্রচার: ২০১৯ সালে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বেসরকারি সংস্থা 'শারি'-এর নির্বাহী পরিচালক পিরোজপুরের মেয়ে প্রিয়া সাহা আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশে থেকে ৩৭ মিলিয়ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান নিখোঁজ হওয়ার এবং মুসলিম মৌলবাদী কর্তৃক হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলা এবং তাদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করেছিল, যা বাংলাদেশের সকল মিডিয়ায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছিল।[3]

(২) পিযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় জঙ্গিবাদের নির্দেশক ছাপানো: 'সন্দেহভাজন জঙ্গি সদস্য শনাক্তকরণের (রেডিক্যাল ইন্ডিকেটর) নিয়ামকসমূহ' শিরোনামে ১২ মে, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের প্রথম সারির সকল পত্রিকায় 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ'-এর আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি

বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনটিতে দাড়ি রাখা ও টাখনুর উপর কাপড় পরাসহ ইসলামী বেশ কিছু বিশ্বাস ও আচরণকে জঙ্গিবাদের নির্দেশক হিসেবে প্রচার করা হয়। দৈনিক সমকাল বিজ্ঞাপনটি প্রথম পাতায় এবং দৈনিক জনকণ্ঠ এবং দৈনিক কালের কণ্ঠসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকা শেষ পাতায় বিরাট আকারে বিজ্ঞাপনটি ছেপেছিল। এহেন জঘন্য অপকর্ম ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাওহীদবাদী ধর্মপ্রাণ মুসলিম সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়লে পত্রিকায় প্রকাশের চার দিন পর পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় তা অস্বীকার করেন। ইসকন এবং হিন্দুদের সহযোগী দালাল পত্রিকাগুলোও বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

(৩) ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে মসজিদের সামনে হত্যা করা: বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে ১৮ জুন, ২০২০ শুক্রবার রাত আটটার দিকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত মসজিদের সামনে নওমুসলিম ওমর ফারুক ত্রিপুরাকে গুলি করে হত্যা করে উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ঘটনাটি সকল প্রথম শ্রেণির দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাটির সাথে ইসকনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সন্দেহ করে সচেতন মহল।

(৪) মুসলিম শিক্ষার্থীদের খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ বলানো: রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইসকন ১১ জুলাই, ২০১৯ থেকে ‘ফুড ফর লাইফ’ কর্মসূচির আড়ালে চট্টগ্রামের প্রায় ৩০টি স্কুলে প্রসাদ বিতরণ করে। ইসকন কর্মীদের শেখানো মতে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ মন্ত্র পাঠ করে প্রসাদ গ্রহণ করে। মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের অনেক শিক্ষার্থী মন্ত্র পাঠ করে প্রসাদ গ্রহণ করে। আবার কিছু শিক্ষার্থী প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হিন্দু ধর্মের মন্ত্র পাঠে উৎসাহিত করার বিরুদ্ধে সচেতন মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল।[4]

(৫) ফরিদপুরে দুই মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা: ২০২৪ সালে ভারতে লোকসভা নির্বাচনের সময় বাংলাদেশে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটার উদ্দেশ্যে মন্দিরে আগুন দেওয়ার সন্দেহে ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে ফরিদপুরের পঞ্চপল্লী গ্রামে দুই মুসলিম নির্মাণ শ্রমিক আশরাফুল এবং আসাদুলকে পিটিয়ে

হত্যা করে উগ্রবাদী হিন্দুরা, যা বাংলাদেশের সমস্ত মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল।[5]

(৬) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ওপর ইসকনের পতাকা টাঙানো: ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ লালদীঘি মাঠে সনাতন জাগরণ মঞ্চের সমাবেশের দিন চট্টগ্রাম নগরীর নিউমার্কেট চত্বরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার উপর ইসকনের গেরুয়া রঙের পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়।[6]

(৭) চট্টগ্রামে সরকারি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে কুপিয়ে এবং জবাই করে হত্যা: ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ডিবি পুলিশ ইসকন সংগঠন (বহিষ্কৃত) চিন্ময় দাসকে রাষ্ট্রদ্রোহের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সনাতন জাগরণ মঞ্চ এবং সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোটের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট’-এর মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করা হয়।[7] তার গ্রেফতারের পর হিংস্র দানবের মতো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে ইসকন অনুসারী এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি। তারা বিভিন্ন রকমের আল্টিমেটাম দেয় তাকে ছেড়ে দিতে। ২৬ নভেম্বর তাকে আদালতে তোলা হলে আদালত প্রাঙ্গণে হট্টগোল করে তার অনুসারী উগ্র হিন্দুরা। এক পর্যায়ে তারা আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায়। এসময় উগ্রবাদী হিন্দুরা চিন্ময়কে বহনকারী প্রিজন ভ্যান দুপুর ১২টা থেকে ২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত আটকে রাখে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় ইসকনের অনুসারীরা সন্ত্রাসী কায়দায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সাংবাদিকদের অন্তত ২০টি গাড়ি ভাঙচুর করে। আদালত প্রাঙ্গণের মসজিদে মসজিদ এবং আদালতের আশেপাশের দোকানপাটে ভাঙচুর চালায়। এর প্রতিবাদ করলে আইনজীবীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় চিন্ময়ের অনুসারী সন্ত্রাসীরা। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা সরকারি আইনজীবী (এপিপি) মো. সাইফুল ইসলাম আলিফকে তুলে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে।[8]

(৮) আইনজীবী আলিফের হত্যা বিষয়ে সাংবাদিক রুমা পালের নির্লজ্জ মিথ্যাচার: প্রকাশ্যে দিবালোকে সরকারি আইনজীবী আলিফকে কুপিয়ে এবং জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ন্যূনতম শোক প্রকাশ তো দূরে থাক, তারা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন

মিডিয়া জঘন্যতম মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। নিহত সাইফুল ইসলাম আলিফকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবী হিসেবে উল্লেখ করে অপপ্রচার চালাচ্ছে ভারতীয় কিছু গণমাধ্যম।[9] আইনজীবী আলিফ নিহতের পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম রয়টার্স এবং ভয়েস অব আমেরিকাতেও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উগ্রবাদী আস্ফালন চলতে থাকলে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিলীন হয়ে যাবে। রক্তের সাগরে ভাসবে পবিত্র জন্মভূমি। কারণ দেশের ৯৩ ভাগ মুসলিমরাও তো রক্ত-মাংসেরই মানুষ। হয়তো একসময় মুসলিমদেরও উদারতার সাগরে ভাটা পড়বে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। দেশ, জাতি এবং উম্মাহর স্বার্থে একান্ত বাধ্য হয়েই ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বে। যার পরিণাম কোনো পক্ষের জন্যই শুভকর হবে না।

বাংলাদেশে হিন্দুদের মর্যাদা ও অবস্থান:

বাংলাদেশ উদার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। এদেশের মানুষ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। এদেশের প্রায় ৯০.৪% মানুষ মুসলিম হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সবসময় সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা মুসলিমদের চেয়ে বহুগুণ বেশি। ২০১১ সালের তথ্য মোতাবেক ভারতে মুসলিমের সংখ্যা ছিল ১৪.২%। বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ২২% এ উন্নীত হয়েছে। অথচ ভারতে মুসলিমরা সরকারি চাকরি পান মাত্র ১% বা তারও নিচে। বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮.৫%। অথচ বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৩৫-৪০%।

বাংলাদেশের দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে হিন্দু এমপির সংখ্যা ছিল ১৮ জন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদে ১৪ হিন্দু নির্বাচিত হয়েছিল।[10] ভারতে বর্তমান লোকসভার সদস্য ৫৪৫ জন। এর মধ্যে নির্বাচিত সদস্য ৫৪৩ জন। ভারতের লোকসভা নির্বাচনে এবার ২৪ জন মুসলিম এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৯ সালে সংখ্যাটি ছিল ২৬। এবার পুরো ভারতে মাত্র ৭৮ জন মুসলিম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যা গতবার ছিল ১১৫ জন।[11]

তাছাড়া বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছে হিন্দুরা, যা ভারতের ক্ষেত্রে কোনোদিনই চিন্তা করা যায় না।

বাংলাদেশে বহু স্থানে মসজিদ এবং মন্দির পাশাপাশি আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হাটহাজারী মাদরাসা। এ মাদরাসাটির পাশেই আছে মন্দির। মসজিদ কিংবা মাদরাসা এবং মন্দির পাশাপাশি থাকলেও কোনো দিন মুসলিম এবং হিন্দুদের মাঝে টুঁ শব্দ পর্যন্ত হয়নি। বাংলাদেশের হিন্দুরা যত নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করতে পারে খোদ ভারতেও তা সম্ভব কিনা বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। ফলে নিশ্চিত করে বলা যায়, বাংলাদেশে হিন্দুরা জামাই আদরেই আছেন।
ভারতে প্রতিদিন যেভাবে মুসলিমদেরকে নিগৃহীত করা হয়, মুসলিমদের মসজিদ, মাদরাসা, দোকানপাট, বাড়িঘরে তাণ্ডব চালানো হয়, তার ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগও বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হয় না। বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ার পরও তারা সংখ্যাগুরু মুসলিমদের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার-নির্যাতন আওয়ামী শাসনামলে চালিয়েছে, তার ১ হাজার ভাগের এক ভাগ নির্যাতনের শিকারও তারা হননি। বরং বলা যায়, ভারতে হিন্দুরা যতটুকু নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে, বাংলাদেশে তার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। এটা সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিমদের উদারতা এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণে।
যেসময় ভারত, আওয়ামী লীগ, ইসকন এবং তাদের অনুসারীরা একজোট হয়ে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ধুয়া তুলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর পাঁয়তারা করছে ঠিক সেই সময়েই ভয়েস অব আমেরিকা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। জরিপে দেখা যায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বেশি নিরাপত্তা দিতে পারছে বলে মনে করেছেন বাংলাদেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ। মাত্র ১৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, বর্তমান সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য আগের চেয়ে খারাপ নিরাপত্তা দিচ্ছে। ১৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, পরিস্থিতি আগের মতোই আছে।

৮.হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ/ প্রিয়া সাহা

১৭ জুলাই হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে 'হিন্দু নির্যাতন' নিয়ে ট্রাম্পের কাছে নালিশ করে প্রিয়া সাহা নামের এক হিন্দু মহিলা। মহিলা ট্রাম্পকে বলে বাংলাদেশ থেকে ৩৭ মিলিয়ন (৩ কোটি ৭০ লক্ষ) হিন্দু নিখোঁজ/নিরুদ্দেশ/গুম (disappeared) হয়েছে। আর এ সবই করেছে মৌলবাদী মুসলিমরা বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় আসা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। প্রিয়া সাহা নামের এ মহিলা বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক। তার স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। প্রিয়া সাহার বক্তব্যের পর দেশে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। বক্তব্য সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়াতে আওয়ামী লীগের লোকজনও বিরোধিতা করে। আওয়ামী লীগের রাজনীতি করা ও সোশ্যাল মিডিয়াতে জনপ্রিয় এক আইনজীবি তার বিরুদ্ধে মামলা করারও চেষ্টা করে। কিন্তু হিন্দু নিয়ন্ত্রিত কোর্ট তার মামলা গ্রহণ না করে বাতিল করে দেয়। তারপর উল্টো তার বিরুদ্ধে মামলা করে দেয় হিন্দুরা। ঘটনার প্রথম দিন সরকারের মন্ত্রীদের কাছ থেকে শোনা যায় অনেক হম্বিতম্বি। দেশদ্রোহের মামলা করা হবে, বিচার করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু দু দিন পরেই পাল্টে যায় সুর। এবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা শুরু হয় তার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হবে না, তার বক্তব্য দেশদ্রোহীতা না, সে চাইলে দেশে আসলে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে, ইত্যাদি।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয় যে এ বক্তব্য প্রিয়া সাহার নিজের। কিন্তু একই সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্র শাখা প্রিয়া সাহার বক্তব্যকে সমর্থন জানায় এবং এ বক্তব্যের প্রশংসা করে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান পরিষদ নামের এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮তে গঠিত। নামে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান হলেও, এটি আসলে হিন্দুদের একটি সংগঠন, যারা সবসময় ভারতের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সমর্থন পেয়ে আসছে। এ সংগঠনের নেতা রানা দাশগুপ্ত ২০১৬ তে পীযুষের সাথে ভারতে গিয়ে মোদির কাছে দেনদরবার করে।

এ সংগঠনের আমেরিকা শাখার নেতারা কয়েক বছর আগে এক প্রেস কনফারেন্সে দাবি করে যে বাংলাদেশে গরু জবাই আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র সিনহা সরকারের চাপে পালিয়ে

আমেরিকা গেলে, সেখানে তার আওয়ামী বিরোধী বইয়ের প্রকাশনায় সব ধরণের সহযোগিতা করা হয় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে।

দেশের হিন্দুরা শুরু থেকেই প্রিয়া সাহার বক্তব্যকে সমর্থন দেয়। কেউ কেউ বড়জোড় এটুকু বলে যে প্রিয়া সাহার মূল বক্তব্য ঠিক, তবে সংখ্যার বেলায় সে কিছুটা ভুল করে ফেলেছে। অন্যদিকে প্রিয়া সাহার বক্তব্যের পর উগ্রবাদী হিন্দুদের পক্ষ থেকে জোর প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে আসলেই ৩ কোটি ৭০ লক্ষ নাগরিক নিখোঁজ হয়েছে, এবং এরা সবাই আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। বিশেষ করে তারা দাবি করে যে বাংলাদেশে থেকে নিখোঁজ হওয়া এ নাগরিকদের অনেকেই আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাসহ পূর্ব ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। একটি হিন্দু পত্রিকায় সরাসরি দাবি করা হয়েছে যে বাংলাদেশে থেকে পালিয়ে যাওয়া অনেকেই আসামে আশ্রয় নিয়েছে। এভাবে আসামের ৩০/৪০ লক্ষ মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল করার যে পরিকল্পনা বিজেপি নিয়েছে সেটার পক্ষে একটা প্রচারণা তৈরি চেষ্টা করছে এদেশীয় হিন্দুরা।

৯. প্রশাসনে হিন্দুদের দৌরাত্ম

পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশেরর মোট জনসংখ্যার ১০.৭% হল হিন্দু[1]। হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের ভাষ্য অনুযায়ী সরকারী চাকুরেদের ২৫% হল সংখ্যালঘু[2]। কিন্তু প্রশাসনে হিন্দুদের প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ক্যাবিনেট সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী ২০১৬ তে প্রশাসনের কমপক্ষে ২৯% চাকরি ছিল হিন্দুদের দখলে[3]। গত ৩ বছরে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে। বর্তমানে প্রশাসনের ৩৫% এর কাছাকাছি পদ দখল করে আছে হিন্দুরা।

হাসিনা সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে প্রশাসনে স্থান পাওয়া হিন্দুরা সাধ্যমত চেষ্টা করছে নিজের স্বজাতির লোকজন দিয়ে প্রশাসনকে ভরে ফেলতে। পরীক্ষক, পরিদর্শক, ভাইবা বোর্ড সদস্যসহ বিভিন্ন পদে থাকা হিন্দুরা নানান রকম অনিয়মের মাধ্যমে অন্যান্য হিন্দুদের প্রশাসনে জায়গা করে দিচ্ছে, এমন অনেক খবর পাওয়া গেছে। জাতীয় পত্রিকাতেও এসব নিয়ে নিউজ হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনে পদোন্নতির জন্য প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের। বছর কয়েক আগে নতুন পদ সৃষ্টি করে প্রমোশন দেয়া হয়েছে ৬৫ জনকে। এর মধ্যে ৪৫ জন হিন্দু। সরকারের পক্ষ থেকে সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। সেখানেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের। এভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ পদোন্নতি। এ প্রক্রিয়া চলছে দীর্ঘদিন, প্রায় ১০ বছর ধরে। এভাবেই বিভিন্ন স্ট্র্যাটিজিক পজিশনে পৌঁছে গেছে হিন্দুরা। দেশজুড়ে হিন্দুদের প্রভাব বৃদ্ধি ও হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে প্রশাসনে জায়গা করে নেয়া এই হিন্দুরা।হাসিনা রেজিমের অবসান হলেও অবসান হয়নি প্রশাসনে হিন্দুদের দৌরাত্ম!

১০.সম্প্রীতি বাংলাদেশ শিরোনামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র

এ বছরের মে মাসে প্রায় সব জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় এক যোগে প্রকাশিত হয় একটি বড় আকারের বিজ্ঞাপন। 'সন্দেহজনক জঙ্গী সদস্য সনাক্তকরণের নিয়ামকসমূহ' শিরোনামের এ বিজ্ঞাপনে ইসলামের নানা বিধিবিধান ও বুনিয়াদি বিষয়কে উপস্থাপন করা হয় উগ্রবাদ ও র‍্যাডিকেলাইযেইশানের চিহ্ন হিসেবে। এ বিজ্ঞাপনে যেসব বিষয়কে জঙ্গিবাদের চিহ্ন বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে –

- গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা,
- ইসলামী শাসন, শরীয়াহ, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ থাকা,
- হঠাৎ করে ধর্মচর্চা শুরু করা,
- দাড়ি রাখা,
- টাখনুর উপর কাপড় রাখা,
- শিরক-বিদাতের বিরুদ্ধে বলা,
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসের নামে যেসব শিরক প্রভাবিত অনুষ্ঠান চালু আছে সেগুলোর বিরোধিতা করা,
- গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আগ্রহ থাকা,
- আল মাহদি ও দাজ্জালের আগমন নিয়ে আগ্রহ থাকা,
- বিভিন্ন দেশে চলমান মুসলিম নির্যাতন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকা,
- শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি, আমীরে মুহতারাম শাইখ আসীম উমার, শাইখ জসীমুদ্দিন রহমানি, উস্তাদ তামিম আদনানির লেকচার শুনা,
- হালাকা আয়োজন করা,
- মিলাদ-শবে বরাতের বিরোধিতা করা,
- ইসলাম পালনের পাশাপাশি শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী হওয়া ইত্যাদি।

এ বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয় 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। বছর তিনেক আগে শুরু হওয়া এ সংগঠনের আহবায়ক হল পীযূষ বন্দোপাধ্যায় নামের এক ইসলামবিদ্বেষী হিন্দু। শাহবাগের আন্দোলনের সময়ে এই হিন্দু সর্বসম্মুখে একটি ইসলামবিদ্বেষী কবিতা আবৃত্তি করেছিল। ২০১৬তে আরো কয়েকজন হিন্দুর সাথে মোদির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে 'বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর চলা অত্যাচার' নিয়ে অনেক দেনদরবার করেছিল এই মালাউন। তার সম্পর্ক আছে ইসকন নামের সংগঠনের সাথেও। পীযূষ ছাড়াও এ সংগঠনে আছে মুসলিম নামধারী বিভিন্ন ভারতীয় দালাল বুদ্ধিজীবি। এছাড়া আছে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন যাজক, পুরোহিত ও নেতা।

আলহামদুলিল্লাহ এ বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হবার পর মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে এর সমালোচনা করে সাধারণ মুসলিমরা। তার কয়েকদিন পর পত্রিকায় আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে সম্প্রীতি বাংলাদেশ দাবি করে এ বিজ্ঞাপনটি তারা দেয়নি, কাদের পক্ষ থেকে এ বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে তারা জানেনা। জানা গেছে, এ ঘটনার পর ডিজিএফআই- এ পীযূষকে তলব করা হয়েছিল।

১১.সংখ্যালঘুর তকমা লাগিয়ে মায়াকান্না ও ফায়দা হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রভাবশালী অংশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে "সংখ্যালঘু" তকমা লাগিয়ে নিজেদের নির্যাতিত ও নিপীড়িত দেখানোর এক ধরণের নাটক করে চলেছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা আদায়ের ফাঁদ। বাস্তবতা হলো—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, অর্থনীতি ও শিক্ষায় তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে, অথচ বারবার নিপীড়নের গল্প তুলে ধরে তারা এক প্রকার মায়াকান্নার রাজনীতি করছে। এভাবে বারবার সংখ্যালঘুত্বের অপব্যবহার করে প্রকৃত নিপীড়িতদের কণ্ঠস্বর ঢেকে দেওয়া হচ্ছে এবং জাতিগত সম্প্রীতিকে পরিকল্পিতভাবে ভাঙনের দিকে ঠেলা হচ্ছে। এই কৌশল অত্যন্ত কুৎসিত এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত এক বিপজ্জনক অস্ত্র, যার বিরুদ্ধে সত্য ও যুক্তির ভিত্তিতে সোচ্চার হওয়া সময়ের দাবি।

১২. অরাজক পরিস্থিতি তৈরির মূল হোতা

হিন্দুত্ববাদী উগ্রসংগঠনগুলো বাংলাদেশে অরাজক পরিস্তিতি তৈরি করছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশে সম্প্রতি যেসব অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে, তার পেছনে হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংগঠনগুলোর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে। এরা সীমান্তের ওপার থেকে নানা প্রকার উসকানি, গুজব ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে দেশের ভেতরে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশকে অস্থিতিশীল করা। এসব সংগঠন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে, বিভেদমূলক প্রচার চালায় এবং কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে ভেতর থেকে দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত থাকে। এই উগ্রপন্থীদের কার্যক্রম কঠোর হাতে দমন না করলে, তা জাতীয় নিরাপত্তা ও ধর্মীয় সহাবস্থানের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

১৩.অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের এজেন্ডা

হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংগঠন গুলোর প্রধাণ লক্ষ্যই হচ্ছে অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। আর এই অলীক স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা বাংলাদেশ তাদের সংগঠনগুলোকে তৎপর করে তুলছে এবং অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করছে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।খাতায় কলমে তারা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী হলেও শক্তি সামর্থ্যে তারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

১৪.বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের স্বরুপ

বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন একটি সুপরিকল্পিত ও বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রের অংশ, যার উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় উসকানি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং ভৌগোলিক রাজনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। এই চরমপন্থীরা ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ বিস্তারের পাশাপাশি বাংলাদেশেও তাদের প্রভাব ও ভয়ভীতি ছড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় মন্দির নির্মাণ, উসকানিমূলক বক্তৃতা, মিডিয়া প্রচার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে তারা একটি সহিংস পরিবেশ তৈরির পাঁয়তারা করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য এটি এক ভয়ঙ্কর হুমকি, যা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা সময়ের দাবি।

নিচে বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো, যা মূলত ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিফলন:

১. সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্ররোচনা:

২০২১ সালের কুমিল্লার দুর্গাপূজায় কোরআন অবমাননার গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে চাঁদপুর, নোয়াখালী, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা হয়। পরবর্তীতে প্রমাণ মেলে, এই ঘটনার পেছনে ছিল পরিকল্পিত উসকানি ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার, যেটি ভারতের কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী পেইজ ও প্রোফাইলের মাধ্যমে ছড়ানো হয়।

২. ভারতে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের উসকানিমূলক বক্তব্য:

ভারতের কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা (যেমন: যোগী আদিত্যনাথ বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কিছু নেতা) বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সামান্য কোনো ঘটনা ঘটলেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারকে হুমকি দেন এবং তা থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ে। এগুলোর প্রভাব বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৩. ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার:

ভারতীয় উগ্রপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলো (যেমন: Zee News, Republic TV) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ঘটনা নিয়ে বিকৃত ও উসকানিমূলক সংবাদ পরিবেশন করে, যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ায় এবং স্থানীয় মুসলিম-হিন্দু সম্পর্ককে বিপন্ন করে।

৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার:

ফেসবুক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ভিডিও ও গুজব ছড়িয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে। ২০২২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘটিত সহিংসতার পেছনেও অনলাইন উসকানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৫. নিচে বাংলাদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো, যা মূলত ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিফলন:

১. সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্ররোচনা:

২০২১ সালের কুমিল্লার দুর্গাপূজায় কোরআন অবমাননার গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে চাঁদপুর, নোয়াখালী, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা হয়। পরবর্তীতে প্রমাণ মেলে, এই ঘটনার পেছনে ছিল পরিকল্পিত উসকানি ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার, যেটি ভারতের কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী পেইজ ও প্রোফাইলের মাধ্যমে ছড়ানো হয়।

২. ভারতে হিন্দুত্ববাদী নেতাদের উসকানিমূলক বক্তব্য:

ভারতের কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা (যেমন: যোগী আদিত্যনাথ বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কিছু নেতা) বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর সামান্য কোনো ঘটনা ঘটলেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারকে হুমকি দেন এবং তা থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ে। এগুলোর প্রভাব বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৩. ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচার:

ভারতীয় উগ্রপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলো (যেমন: Zee News, Republic TV) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ঘটনা নিয়ে বিকৃত ও উসকানিমূলক সংবাদ পরিবেশন করে, যা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ায় এবং স্থানীয় মুসলিম-হিন্দু সম্পর্ককে বিপন্ন করে।

৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার:

ফেসবুক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ভিডিও ও গুজব ছড়িয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে। ২০২২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘটিত সহিংসতার পেছনেও অনলাইন উসকানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৫. হিন্দুত্ববাদের কবর রচনয়া আমাদের করণীয়

হিন্দুত্ববাদ ঠেকিয়ে আমাদের দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা, সামাজিক সম্মতি, এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকার প্রয়োজন। এটি কেবল আইন প্রণয়নের বিষয় নয়, বরং সমাজের সকল স্তরে ইসলামী নীতির প্রয়োগ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা।নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:

১. শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

ইসলামী শিক্ষার প্রসার: জনগণের মধ্যে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা: ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

জনসচেতনতা: সেমিনার, ওয়াজ মাহফিল ও সামাজিক মাধ্যমে ইসলামী জীবনধারার গুরুত্ব তুলে ধরা।

২. ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

শরিয়াহভিত্তিক আইন: যেসব স্থানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ (যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান) এসব অঞ্চলে রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় শরিয়াহর নীতি প্রয়োগ, যেমন- অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ও ফৌজদারি আইন। তবে এটি জনগণের সম্মতি ও পরিস্থিতি বিবেচনায় করতে হবে।

ন্যায়বিচার: ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, যেখানে সবাই সমান ন্যায় পায় এবং দুর্নীতি দূর করা হয়।

শূরাভিত্তিক (পরামর্শ) শাসন: শাসনব্যবস্থায় শূরার নীতি প্রয়োগ, যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়।

৩. অর্থনৈতিক সংস্কার

ইসলামী অর্থনীতি: সুদমুক্ত ব্যাংকিং, জাকাত ব্যবস্থা, ও সম্পদের ন্যায্য বণ্টন প্রতিষ্ঠা।

দারিদ্র্য দূরীকরণ: জাকাত ও সাদাকার মাধ্যমে দরিদ্রদের সহায়তা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ন্যায্য বাণিজ্য: ব্যবসায় সততা ও ইসলামী নীতি অনুসরণ।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার

পরিবার ব্যবস্থা: ইসলামী পারিবারিক আইন ও মূল্যবোধের প্রচার, যেমন- বিবাহ, তালাক, ও উত্তরাধিকার বিষয়ে শরিয়াহ মেনে চলা।

নৈতিকতা ও পর্দা: সমাজে হায়া (লজ্জা) ও পর্দার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা।

অনৈসলামী প্রথা দূরীকরণ: কুসংস্কার, শিরক, ও বিদআতের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নেতৃত্ব

সৎ নেতৃত্ব: ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহভীরু ও জ্ঞানী নেতা নির্বাচন।

দুর্নীতি দূরীকরণ: স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জনগণের অংশগ্রহণ: জনগণের মতামত ও সমর্থন নিশ্চিত করা, যাতে ইসলামী ব্যবস্থা জোরপূর্বক না হয়।

৬. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী নীতি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

দাওয়াহ: বিশ্বব্যাপী ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা।

৭. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সংস্কার

তাকওয়া বৃদ্ধি: ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি বৃদ্ধি।

ইবাদতের প্রচার: নামাজ, রোজা, জাকাত, ও হজের মতো ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা।
আদর্শ সমাজ: ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী একটি ন্যায়, শান্তি ও সমৃদ্ধিময় সমাজ গঠন।

৮. কিছু বিষয়ে সতর্কতা:
জোরপূর্বক প্রয়োগ নয়: ইসলাম কখনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ধর্ম নয়। জনগণের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস জাগাতে হবে।
স্থানীয় সংস্কৃতি বিবেচনা: ইসলামী নীতি প্রয়োগের সময় স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে, যতক্ষণ তা শরিয়াহবিরোধী নয়।
আধুনিকতার সাথে ভারসাম্য: আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ইসলামী নীতির সমন্বয় করা।

হিন্দুত্ববাদকে মোকাবিলা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভূখণ্ডে শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বরং জনগণের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা জরুরি। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যেখানে ধৈর্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর উপর ভরসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৫.উপসংহার

উগ্র হিন্দুত্ববাদ আজ আর কেবল একটি মতাদর্শ নয়—এটি এক ভয়াবহ রাজনৈতিক বাস্তবতা, যা ইতিহাস, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের নামে চালানো এই আক্রমণ মূল উদ্দেশ্য অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে এই উগ্র হিন্দু সংগঠন গুলো মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে অমানবিক এবং অবর্ণনীয় আগ্রাসন। মুসলিমদের উচিত সম্মিলিতভাবে তাদের মূলোৎপাটন করে দেয়া।আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

১৬. তথ্যসূত্র

০ ব্যক্তিগত উৎস
০বিভিন্ন গবেষণা
০ইন্টারনেট
০চ্যাটজিপিটি